REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৷০ টাকা। ১০ ছয় পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি পাইকা এক লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ এক আনা হিসাবে। বড় অক্ষরী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। ঘাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিলিমত্র সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মুরারি বটিকা।

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র।

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী
১০নং ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

১২শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৭শে মাঘ বুধবার ১৩৩২ ইংরাজী 10th February 1926 | ২৮শ সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ৩১ বৎসরের পরীক্ষায় **সর্ব্বপ্রকার** মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি মেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম, আর, সি, এস প্রভৃতির অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৷০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে বর্ষা পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন মুখকে সুন্দর করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন চুলকে খুব কাল করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন চিন্তাশীলের সহায়।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন রমণীর অতি প্রিয়।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন সবারই নিত্য প্রয়োজ

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

রমণী-রক্ষার অশোকারিষ্টের মত শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবহার করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৷০ দশ আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা এক আনার ষ্টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৭শে মাঘ বুধবার ১৩৩২ সাল।

শোক সংবাদ।

জন্ম ১২৮৬ ফাল্গুন—মৃত্যু ১৩৩২ মাঘ।

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর সবডিভিসনের অধীন নিমতিতার প্রসিদ্ধ জমিদার বংশের অন্যতম স্বত্ত্বাধিকারী মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বর্ম্মণ মহাশয় গত ২৬শে মাঘ মঙ্গলবার বেলা ৩॥০ ঘটিকার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে এতদঞ্চলের অধিবাসীবর্গ বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছে। ইনি খুব তেজস্বী, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী এবং স্পষ্টবাদী পুরুষ ছিলেন। এজন্য অনেকেই তাঁহার নিকট সব সময়ে যাইতে সাহস না পাইলেও তিনি অহঙ্কারি ছিলেন না; গ্রামের ছোট বড় সকলের সঙ্গেই তিনি সময়োচিত রহস্যালাপ ও তাহাদের অভাব অভিযোগ শুনিতেন। ষ্টেটের নির্দ্ধারিত দান খয়রাত ব্যতীত তাঁহার নিজের তহবিল হইতেও অনেক দুস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করিতেন। গ্রামের অতি দরিদ্র ব্যক্তিও পীড়িত হইলে তিনি তাহার বাটীতে যাইয়া দেখিয়া আসিতেন ও আবশ্যক মত সহায়তা করিতেন। প্রধানতঃ ইঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত "গৌরসুন্দর দ্বারিকানাথ ইন্‌ষ্টিটিউসন্" এতদঞ্চলের শিক্ষা বিভাগের পথ প্রশস্ত করিয়া রাখিয়াছে। ইনি স্বজাতি বৎসল, স্বজাতির উন্নতকামী ও স্বজাতির একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা ও বঙ্গদেশের প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য কায়স্থ অনুষ্ঠান সকল ইঁহার নিকট বিশেভাবে ঋণী। সন ১৩৩১ সালের বৈশাখ মাসে খুলনা জেলায় যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার অধিবেশন হয় তাহাতে, এবং কায়স্থ সমাজের সভাপতির আসন তিনি অধিকার করিয়া গিয়াছেন। কায়স্থ জাতির উপনয়নবিধি বহু প্রচলন মানসে, বাগ্মীবর শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রীর সহায়তায় "প্রচার পরিষদের" প্রতিষ্ঠা ইঁহার জাতীয় জীবনের সাধনার ফল। এজন্য তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

ইঁহার জীবনের আর একটী প্রধান বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি একজন প্রসিদ্ধ নাট্যামোদী ও মফঃস্বলের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ অভিনেতা এবং শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার সতের বৎসর বয়সের প্রতিষ্ঠিত "নিমতিতা হিন্দু থিয়েটার" এতদঞ্চলের ও পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহের নাট্যামোদিগণের একটী দর্শনীয় বস্তু। ঊনত্রিশ বৎসর কাল এই থিয়েটার পার্টির উন্নতিকল্পে তিনি অজস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন। মৃত্যুর ১৪ দিন পূর্ব্বেও প্রেসিডেন্‌সী বিভাগের মাননীয় কমিশনার বাহাদুর শ্রীযুক্ত জে, এন, গুপ্ত মহোদয় ও তৎপত্নীর আগ্রহাতিশয্যে আলমগীর নাটকের আলমগীরের ভূমিকার দুইটী দৃশ্য অভিনয় করিয়া অভিনয় চাতুর্য্যে তাঁহাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিনেতা জীবনের এই শেষ যবনিকা পাতের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের যবনিকাও ফেলিয়া দিয়া আজ তিনি কোন অজানা রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন। ভগবান তাঁহার আত্মার শান্তিবিধান করুন ইহাই প্রার্থনা।

যে সমস্ত ক্রিয়া কলাপ দ্বারা তিনি নিমতিতাকে গৌরবের পথে লইয়া যাইতেছিলেন, আশা করি তাঁহার বংশধরগণেরাও তৎপথাবলম্বনে যত্নবান হইয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জনে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

নারীহত্যা।

বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত স্বরূপনগর গ্রামের নিবারণচন্দ্র মণ্ডলের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী চিন্তামণি দাসী তাঁহার প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়েন। একদিন তিনি তাঁহাদের বাটীর পার্শ্বস্থ পুষ্করিণীতে গা ধুইতেছিলেন, সেই সময় একটা লোক চুপি চুপি আসিয়া তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের সাহায্যে তাঁহার মস্তক শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। কে এই কার্য্য করিয়াছে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, হত্যার কারণও জানা যায় নাই। পুলিশ অনুসন্ধান চলিতেছে।

ধনী শিক্ষিত যুবকের আত্মহত্যা।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় দ্বারকানাথ সেনের পৌত্র ও কবিরাজ শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সেনের প্রথম পুত্র লোকরঞ্জন গত রবিবার রাত্রিতে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। লোকরঞ্জনের বয়স ২৯ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি এম, এ, পাশ করিয়া আইন ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তিনি হিন্দু স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া গুণানুসারে একাদশ হইয়াছিলেন। প্রেসিডেন্‌সী কলেজ হইতে আই, এ, পরীক্ষা দিয়া তিনি তৃতীয় স্থান লাভ করেন এবং অনারের সহিত বি, এ, পাশ করিয়াছিলেন। এম, এ, পরীক্ষাও তিনি প্রথম শ্রেণীতে পাশ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে লোকরঞ্জন কলিকাতার পুলিশ কমিশনারকে একখানি পত্র লিখিয়া মৃত্যুর কারণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য দিনের মত মৃত্যুর রাত্রিতেও তিনি ৩২নং প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীটের বাড়ীর পশ্চিম দিকের ঘরে শয়ন করিয়াছিলেন। সোমবার সকালে তাঁহার উঠিতে বিলম্ব হওয়ায় দরজা ভাঙ্গিয়া মৃত অবস্থায় তাঁহাকে দেখা যায়।

চাকরী না পাওয়ায় আত্মহত্যা।

কিছুদিন পূর্ব্বে হুগলী চুঁচড়ার দত্তগলিতে রমেন্দ্রনাথ দত্ত নামক এক যুবক নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া কেরোসিন তৈল সংযোগে আত্মহত্যা করিয়াছে। বহুদিন চাকরীর সন্ধান করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়ায় সম্প্রতি তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি হইয়াছিল। তাহাতেই এই কার্য্য করিয়াছিল।

বিবাহিতা বালিকা হরণ।

বারাসাতের আবদুল আজিজ মোড়লপাড়া গ্রামে তাহার ভগ্নীর বাড়ী গিয়া তথায় তাহার ভগ্নীর প্রতিবাসী খাতুন বিবি নাম্নী ১৪ বৎসরের বালিকাকে স্বরল স্বভাবা বুঝিতে পারিয়া বলে যে, তাহার পিতা সাংঘাতিক পীড়িত হইয়াছে। বালিকা আজিজকে চিনিত, কারণ সে বালিকার বাপের বাড়ীর গাঁয়ের লোক। ঐ কথা শুনিয়া বালিকা তাহার স্বামীকে না বলিয়া আজিজের সহিত বাপের বাড়ী যাইবার জন্য বাহির হয়। পথে আজিজ মণ্ডল নামক আর এক যুবক তাহার সহিত মিলিত হইয়া উভয়ে বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার করে এবং পরে নৈহাটিতে সুবাসিনী নামক এক বেশ্যার বাড়ীতে লইয়া যায়। সেখানে বালিকা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হয়। একদিন সে সেখান হইতে পলাইয়া শিয়ালদহ আইসে। কিন্তু আপনাকে নিঃসহায় দেখিয়া কাঁদিতে থাকে। এক কনেষ্টবল তাহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া থানায় লইয়া যায়। বালিকা সেখানে সকল কথা প্রকাশ করায় পুলিশ আবদুল আজিজ ও আজিজ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করিয়া আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা আদালতে বিচারার্থ অর্পণ করে। মামলা চলিতেছে।

প্রাপ্ত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত "জঙ্গীপুর সংবাদ" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু—

মহাশয়,

নিম্নলিখিত পত্র আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে সুখী হইব।

গত ২৮শে আশ্বিন ১৩৩২ তারিখের জঙ্গীপুর সংবাদ পত্রিকায় যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা বলিয়া একটি আবেদন মতন প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতার নিকট বালিগঞ্জের মধ্যে যাদবপুরে একটী যক্ষ্মা রোগীদের জন্য স্বাস্থ্যনিবাস প্রস্তুত হইয়াছে। শুভ সংবাদ বটে এবং তাহাতে যাহারা দান করিয়াছেন এবং উদ্যোগী হইয়াছেন তাঁরা ধন্যবাদের পাত্র বটেন। দিন দিন যক্ষ্মা রোগের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে এবং যত লোক প্রতিবৎর এই ব্যারামে মারা যাইতেছে তাহাতে এইরূপ প্রতিষ্ঠান যত বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গল এবং এইসব দিকে সঙ্গতিপন্ন লোকের অর্থ সাহায্য করা খুব সমিচীন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ কিন্তু এই বিষয় লইয়া আমার ২।১টী কথা বলিবার আছে তাহা নিম্নে লিখিতেছি। এইরূপ স্বাস্থ্যনিবাস বা চিকিৎসালয় বা আশ্রম সব কলিকাতার সন্নিকটে হইবে আর দূর মফঃস্বলবাসী অর্থ সাহায্য করিবে, এটী কেমন কথা। অবশ্য

কলিকাতাবাসী অর্থ দেন এবং সেখানে অনেক গণনায়ক আছেন একথা সত্য কিন্তু অন্য দিকে দেখা যাইবে যে ঐ সব প্রতিষ্ঠানে দূর মফঃস্বলবাসি গিয়া প্রায় স্থান পাইবে না বা অতি কষ্টে স্থান পাইবে। এ জন্য মনে হয় যাহারা ঐ স্বাস্থ্যনিবাসের কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহারা যদি এমত ব্যবস্থা করেন যে মফঃস্বলবাসীদের জন্য কতকটি স্থান নির্দ্দিষ্টভাবে রাখা হইবে তবে মফঃস্বলের লোকের অধিক সহানুভূতি পাইবেন। আর ঐরূপ অনুষ্ঠান যাহাতে মফঃস্বলেও স্থান বিশেষে স্থাপিত হয় ও অধিকতর স্বাস্থ্যকর স্থানে স্থাপিত হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিলে অধিক উপকার হইবে মনে হয়।

বর্ত্তমান সময়ে যক্ষ্মা, ওলাউঠা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত ও কালাজ্বর এই কয়টি ব্যারামের প্রকোপ বৃদ্ধির মুখেই এবং অনেক স্থানে না চিকিৎসা না প্রতিষেধক উপায় হইতেছে। তাহা ছাড়া ঐ সব ব্যারামগুলির মশা, মাছি ছাড়া আর কি কি কারণ বিদ্যমান তাহা দেখা ও প্রতিকার করার চেষ্টা করা উচিত। আমার মনে হয় সর্ব্বপ্রধান ও গুরুতর কারণ ও অনিষ্টকর হইতেছে আমাদের দরিদ্রতা। যদি এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করা সম্ভব না হয় তবে ব্যারাম কমিতে পারে না। কারণ লোকে পেট ভরে না খাইতে পাইলে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া যায় তখন সহজেই ব্যাধির জীবাণুগুলি আক্রমণ করে। তারপর ভেজাল খাদ্য, সংশ্রব দোষ (যেটা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে), অখাদ্য ভোজন, সিগারেটের বিশেষতঃ কমদামি রথো মাল ব্যবহার প্রভৃতি না ত্যাগ করিলে বা দেশ হইতে কম না হইলে ঐ সব ব্যাধির হাত এড়ান যাইবে না। কলিকাতায় যে সব চায়ের দোকান বা হোটেল আছে তাহাতে চিনা মাটির বাসনগুলি মাত্র জল বুলাইয়া অন্যকে খাইতে দেয় অনেক সময় একের উচ্ছিষ্ট অন্যকে খাওয়ায়। তারপর তরুণ বয়সে স্বেচ্ছাচারিতা, ইন্দ্রিয় সংযমের অভাব প্রভৃতি কারণে শরীর জীর্ণ হইয়া পড়ে সেগুলি সংশোধন বিষয়েও দৃষ্টি দিতে হইবে। আর একটা কথা না বলিয়া থাকা গেল না এই সব রোগের প্রতিকার জন্য বড় বড় ডাক্তাররা আছেন কিন্তু তাঁহারা নিজেদের দিক হইতে কিছু ত্যাগ করুন অর্থাৎ ফিঃ কিছু কমান। আমাদের জেলায় বহরমপুর, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও দেখা যায় ডাক্তার বাবুরা কালাজ্বরের প্রতি ইঞ্জেকসন জন্য ৪৲ চারি টাকা ফিঃ লইয়া থাকেন কাজেই অনেকে চিকিৎসা করাইতে পারে না। কম ফিঃ হইলে তাহারা প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা করাইলে রোগমুক্ত হইত বহরমপুরে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে কালে হয়ত উকিলের মত ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে হয়ত প্রতিযোগিতায় চিকিৎসা ব্যয় কম পড়িবে। আমার মনে হয় দেশবাসিকে বুঝাইবার জন্য তাহাদের সকল দিকে দৃষ্টি ফুটাইয়া দিবার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কর্ম্ম করা প্রয়োজন। সরকার বাহাদুরের ও দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি, বিশুদ্ধ জল সরবরাহ, শিক্ষা বিষয়ে অধিক অর্থ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। লোককে অনেক সময়েই এই সব কাজে অর্থ দিতে বলা হইতেছে কিন্তু লোকের অর্থ নাই দিবে কোথা হইতে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মিউনিসিপালিটি কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করিতেছেন এসব দিকে কি অধিক অর্থ দিতে পারেন না। দেশবাসীকে নিরাময় রাখিতে গেলে প্রতিষেধক এবং চিকিৎসা দুইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। সকলের সমবেত চেষ্টা চাই তাহা হইলে ভগবান দয়া করিবেনই। সৎ যাহার উদ্দেশ্য ঈশ্বর তাহার সহায়।

শ্রী—জিয়াগঞ্জ।

পণ্ডিত প্রেস।

এই প্রেসে জমিদারী সেরেস্তার চেক, দাখিলা, আরজী, ওকালতনামা, নিমন্ত্রণ পত্র, বিবাহের প্রীতি-উপহার, স্কুলের প্রশ্নপত্র, বেতন আদায়ের রসিদ, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, সেটেলমেণ্টের নানারকম ফরম প্রভৃতি যাবতীয় ছাপার কাজ নূতন অক্ষরে সুলভে ও সত্বর হইয়া থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত প্রেস।

রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ।)

সুরবল্লী কষায়

বাহিরের ঘষা মাজার খোস পাঁচড়া ও রক্তদুষ্টি জনিত চর্ম্মরোগ সারে না।

সুরবল্লী কষায়

রক্তদুষ্টি দূরীভূত করিতে আজও অপ্রতিদ্বন্দী সালসা। ইহা পারদ ঘটিত নয় ও খাইতেও কোন হাঙ্গামা নাই। প্রত্যেক শিশির সঙ্গে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা দেওয়া আছে।

এক শিশি ১৷৷০ টাকা; ডাকে ২৷৵০
তিন শিশি ৩৸০ আনা; ডাকে ৫৵০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ,
২৯ কলুটোলা—কলিকাতা।

সর্ব্বজ্বর বিনাশক
ব্রানটন মিক্‌শ্চার।

ম্যালেরিয়ার হাত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি।

অদ্যই আনাইয়া লউন।
বড় শিশি ১৬ মাত্রা ১৷০
ছোট শিশি ৮ মাত্রা ৸০ মাত্র।

ব্রানটন ফার্ম্মেসী।
৬৯, সুকিয়া ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

ডাঃ এন, এল, পালের
সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল।
রঘুনাথগঞ্জ।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৵০ এক টাকা পাঁচ আনা

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৷০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৷৵০ এক টাকা তিন আনা

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৷৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৷০ আট আনা, মাশুলাদি ৷৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

১নং। দামোদর সুধা।ঃ— মূল্য ৷৶০

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। মাশুলাদি স্বতন্ত্র

২নং বিনা অস্ত্রে আরোগ্য

অপেরাণ।ঃ—

বাগী, ফোঁড়া, ঠুন্‌কা, উরুস্তম্ভ, শীত্‌লী ব্রণ, কাকবিড়ালী, পৃষ্ঠব্রণ এমন কি আব (Tumour) প্রভৃতি প্রথম অবস্থায় বাহ্য প্রয়োগে বসিয়া যাইবে, এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি ফাটিয়া যায়।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৷৷০ আনা।

৩নং। স্পিরিট ক্যাম্ফর ঃ— ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ৷৵০ আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

৪নং। একজিন ঃ— একজিমা বা কাউথের একমাত্র মলম। মূল্য ৷৷০ আনা।

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ. কলিকাতা।

কয়েকটী অতুলনীয়

মহৌষধ।

মনি তৈল—কেশ ব্যাধির জন্য।

বাতগজকেশরী তৈল—বাতের জন্য।

কর্ণ তৈল—কর্ণ ব্যাধির জন্য।

বাজীকরণ তৈল—গোপনস্থানের দোষের জন্য।

মনি মলম—দাদের জন্য।

শ্বেতকুষ্ঠ গুটিকা—শ্বেতকুষ্ঠের জন্য।

আমাদের বহিঃপ্রয়োগের ও সেবনের ঔষধাবলী অত্যন্ত ফলপ্রদ ও ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, ষ্ট্রেইট্‌ সেটেল্‌মেণ্ট প্রভৃতি স্থানের প্রতি গৃহের ঔষধ ভাবে সুপরিচিত। এই ঔষধ সমূহের একটী তালিকার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় এক খানা কার্ড লিখুন।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সালিউসন্‌

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১৷৷০ দেড় টাকা।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।